খুব অল্প খরচে
যে কোনো বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দি পত্রিকায় খুব কম খরচে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
নাম চেঞ্জ, বিজ্ঞপ্তি, হারানো প্রাপ্তি, পাত্রপাত্রী, কর্মখালি
আনন্দবাজার পত্রিকা The Telegraph THE TIMES OF INDIA দৈনিক যুগশঙ্খ
বর্তমান প্রতিদিন সন্মার্গ প্রভাত খবর
9232633899 THE ECHO OF INDIA

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 09 ❑ Issue 07 ❑ 01 May, 2025 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

চাষের জমিতে দুষ্কৃতী তাণ্ডব, এলাকায় ক্ষোভ

ভাঙলো ৩৫টি স্যালো মেশিন, নষ্ট করলো ২৫ বিঘা জমির ফসল

সংবাদদাতা ঃ গরম পড়তেই একদিকে চাষের মাঠে জল সংকট, তার মধ্যেই মাঠে জল দেওয়ার গোটা ৩৫ স্যালো মেশিন রাতের অন্ধকারে ভেঙ্গে চুরে নষ্ট করে দিল দুষ্কৃতীরা, পাশাপাশি প্রায় ২০ থেকে ২৫ বিঘা জমির ফসল কেটে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে গেল চাষের মাঠে। শুক্রবার সকালে বনগাঁ পৌরসভার জয়পুর সৃষ্টি ধাম মন্দির এলাকায় এই ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেয়।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানিয়েছেন, জয়পুর সৃষ্টিধাম মন্দির এলাকায় স্থানীয় কৃষকেরা কৃষিকাজ করেন। জমিতে পেঁপে, কলা, পটল সহ একাধিক ফসলের চাষ করেছেন তারা। এই চাষের জন্য ৩৫টি স্যালো মেশিনের মাধ্যমে কৃষকেরা তাদের জমিতে জলের ব্যবস্থা করে আসছেন। এদিন সকালে কয়েকজন কৃষক মাঠে যেতেই তাদের চোখে পড়ে পাম্প মেশিনের পাইপ গুলি কাটা। ভেঙে ফেলা হয়েছে । পেঁপে, কলা সহ একাধিক ফসল কেটে নষ্ট করে ফেলা রয়েছে। এরপরেই খবর পেয়ে অন্যান্য চাষিরা ছুটে আসেন। কৃষক বিশ্বজিৎ ঘোষ এবং বলাই ঘোষ বলেন প্রায় কুড়ি পঁচিশ বিঘা জমিতে তারা ২২ জন কৃষক বিভিন্ন ফসল চাষ করেছিলেন। সেই ফসলগুলো তো নষ্ট করেছেই, পাশাপাশি প্রায় ৩৫ টি স্যালো মেশিনের পাইপ কেটে জল নিকাশি ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নষ্ট করে দিয়েছে দুষ্কৃতীরা। দুষ্কৃতীদের অবিলম্বে গ্রেফতারের পাশাপাশি প্রশাসনের কাছে ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছেন তারা।

খবর পেয়ে এদিন এলাকায় আসেন বনগাঁ পৌরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ, বিজেপি বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি দেবদাস মন্ডল। দুই বিরোধী দলের দুজন সামনাসামনি হতেই চেয়ারম্যানের উদ্দেশ্যে দেবদাস বাবু কৃষকদের হয়ে একাধিক দাবি রাখেন, সেইগুলি মেনেও নেন চেয়ারম্যান। গোপাল শেঠ বলেন যে দাবিগুলি করেছেন, আমরা আগেই কৃষকদের সঙ্গে সে বিষয়ে কথা বলেছি। আগামীকাল থেকেই এলাকায় ঢালাই রাস্তা শুরু হচ্ছে, পাশাপাশি বসানো হচ্ছে দুটি সিসি ক্যামেরা। কৃষকদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। বিজেপি জেলা সভাপতি দেবদাস মন্ডল বলেন চেয়ারম্যানকে সামনে পেয়ে আমরা যে দাবী রেখেছি, পূরণ না হলে রাস্তায় বসে আন্দোলন শুরু হবে। দুষ্কৃতীদের ধরতে হবে। কারণ বেছে বেছে এলাকার হিন্দু চাষীদেরই জমির ফসল ও পাম্প মেশিন নষ্ট করা হয়েছে। কারা করেছে এটা পুলিশকে বার করতে হবে, এবং দোষীদের শাস্তি দিতে হবে। পুলিশ চুরির ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ভারত পাকিস্তানের উত্তেজনায় পেট্রাপোলে কমছে পণ্য রপ্তানি

সংবাদদাতা ঃ হঠাৎ করেই পেট্রাপোল বন্দর দিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য কমতে শুরু করেছে। বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মনে করছেন, ভারত পাকিস্তানের মধ্যে ক্রমশ যে উত্তেজনা বাড়ছে, তার জেরেই এই ঘটনা। পেট্রাপোল ক্লিয়ারিং এজেন্ট স্টাফট, অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক কার্তিক চক্রবর্তী বলেন, পহেলগা'র ঘটনার আগেও দৈনিক প্রায় ৫০০ট্রাক বাংলাদেশের যেত। এখন তা কমে ৩০০ থেকে ৩৭৫ নেমে এসেছে। পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের অবনতি হওয়ার কারণেই বাণিজ্য কমেছে বলে আমরা মনে করছি। কারণ অনেক রপ্তানিকারী এখন বাংলাদেশে পণ্য পাঠাতে চাইছে না।

রপ্তানি কমে যাওয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশ থেকে আসা যাত্রীদের সংখ্যা কমেছে বলে জানিয়েছেন বন্দর কর্তৃপক্ষ। গত বছর আগস্ট মাসের পর থেকে বাংলাদেশীদের জন্য শুধুমাত্র মেডিকেল ভিসা দেওয়া হতো। মেডিকেল ভিসা নিয়ে বাংলাদেশিরা এদেশে এসে চিকিৎসা করাতেন। পাকিস্তান ভারতের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধতে পারে, এই আশঙ্কায় বাংলাদেশীরাও অনেকে আসা বন্ধ করে দিয়েছেন। মুদ্রা বিনিময় কেন্দ্রের মালিক কার্তিক ঘোষ বলেন, গত বছর আগস্ট মাস থেকেই বাংলাদেশের যাত্রী কমে গিয়েছে। আর কাশ্মীরে জঙ্গি হানার ঘটনার পর থেকে তা আরো কমে গিয়েছে। বাংলাদেশিরা ভয়ে এদেশে আসতে চাইছেন না।

আগুনে পুড়ে ভস্মীভূত ৪টি দোকান, দাবি দমকল স্টেশনের

সংবাদদাতা ঃ আগুনে পুড়ে ভস্মীভূত হলো ৪টি দোকান। সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বাগদা থানার বাগদা পুরাতন বাজার এলাকায়। দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে গিয়ে কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয়রা জানিয়েছে, বাগদা বাজারে বনগাঁ বাগদা সড়কের পাশে এদিন রাতে স্থানীয়রা দেখেন, একটি দোকানে আগুন জ্বলছে। স্থানীয়রা ছুটে আসতে আসতে মুহূর্তের মধ্যে একে একে পাশাপাশি থাকা চারটে দোকানে আগুন লেগে যায়। স্থানীয়রা আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। পাশাপাশি খবর দেওয়া হয় দমকল বিভাগে। প্রায় কয়েকঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। জনবহুল বাজারে এভাবে আগুন লাগার ঘটনায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায় ব্যবসায়ীদের মধ্যে। স্থানীয়দের বক্তব্য, গভীর রাতে এই আগুন লাগলে এলাকায় একটি দোকানে আস্ত থাকতো না। বাগদা ব্লকে দমকল বিভাগের কোন অফিস নেই। বিপক্ষে স্থানীয়রা সেই দাবি জানিয়েছেন। প্রতিশ্রুতি দিলেও তা পুরানো না হওয়ায় ক্ষোভ রয়েছে স্থানীয়দের মধ্যে। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কথায়, বনগাঁ থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূর থেকে ফায়ার বিগ্রেডের গাড়ি এসে আগুন নেভালো। কাছাকাছি অফিস থাকলে অনেক আগেই আগুন নিভিয়ে ফেলা সম্ভবত হত।

পুলিশকে কুপিয়ে মারার নিদান বিজেপি বিধায়কের; থানায় অভিযোগ তৃণমূলের

সংবাদদাতা ঃ পথসভা থেকে বনগাঁ দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক পুলিশকে হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছেন— পুলিশকে কুপিয়ে কুপিয়ে মারুন। বিধায়কের এই উস্কানিমূলক কথায় থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে তৃণমূলের পক্ষ থেকে।

রবিবার রাতে গাইঘাটার ঘোজা বাজারে বিজেপির পক্ষ থেকে পথসভার আয়োজন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির বনগাঁ দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক স্বপন মজুমদার হরিণঘাটার বিধায়ক অসীম সরকার সহ বিজেপি নেতারা। স্বপনবাবু তার বক্তৃতায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, পুরো মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম সহ তৃণমূল নেতাদের কড়া সমালোচনা করেন। পাশাপাশি পুলিশকে মারারও নিদান দেন।

স্বপন বাবু বলেন, সনাতনীদের বলছি, আপনারা হাতে সস্ত্র তুলে নিন। পুলিশ টেবিলের তলায় লুকালে টেবিলের তলায় কুপিয়ে কুপিয়ে মারুন। তৃণমূল নেতাদের চোর বলে উল্লেখ করে বিধায়ক আরো বলেন, আর খুব বেশি দেরি নেই। ২০২৬ সালের পর ঘর থেকে টেনে বের করে মারা হবে সবাইকে। পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে তিনি সন্ত্রাসের মাস্টারমাইণ্ড উল্লেখ করে বলেন, রাজ্যে সন্ত্রাসের মাস্টারমাইন্ড ফিহাদ হাকিম। খুব দ্রুত এনআইএ এর জালে তিনি পড়তে চলেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনা করে বলেন, জিহাদীদের যারা সহযোগিতা করছে, মদত দিচ্ছে, তিনি যদি মুখ্যমন্ত্রীও হয়ে থাকেন, ভারতবর্ষে তার কোন জায়গা নেই।

স্বপনের এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে জলেশ্বর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান উত্তম সরকার সোমবার গাইঘাটা থানা লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। তার দাবি, স্বপন বাবুর বক্তব্য উস্কানিমূলক, যা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করতে পারে। পুলিশ মামলার রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

এ বিষয়ে তৃণমূলের বনগাঁ সংগঠনিক জেলার সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, এ রাজ্যে বিজেপির পায়ের তলায় মাটি নেই। কুৎসা করে অশান্তি পাকানোর চেষ্টা করছে। মানুষ এর জবাব আবারো দিয়ে দেবে।

শান্তনুর বাড়ি আক্রমণ করবেন মতুয়ারা; 'হুঁশিয়ারি মমতা ঠাকুরের

সংবাদদাতা ঃ দলীয় কর্মসূচির মঞ্চ থেকে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সান্তনু ঠাকুরকে কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মমতা ঠাকুর।

গত রবিবার গাইঘাটা থানার সামনে বিজেপি গণ অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছিল। সেখান থেকে শান্তনু ঠাকুর পুলিশকে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। বিজেপির ওই কর্মসূচির পাল্টা হিসেবে শনিবার গাইঘাটা থানার সামনে তৃণমূলের পক্ষ থেকে কর্মসূচি পালন করা হয়। সেখানে ভাষণ দিতে গিয়ে মমতা ঠাকুর বলেন আপনি (শান্তনু ঠাকুর) মতুয়াদের জীবন নরককুণ্ড বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন। মতুয়ারা এ কথা যেদিন বুঝতে পারবেন তারা প্রথমেই আপনার বাড়ি আক্রমণ করবেন। এদিনের সভা থেকে তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিশ্বজিৎ দাসও শান্তনু ঠাকুরের কড়া সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, পুলিশের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আপনি বড় বড় কথা বলে গেছেন। আমি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে গেলাম। সঙ্গে যদি দশ হাজার মানুষ এক হাজার মানুষ আনতে পারেন,

তৃতীয় পাতায়...

দীর্ঘ ১৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন
সবিতা অ্যাড এজেন্সি
বিজ্ঞাপনী অডিও প্রচারের জন্য যোগাযোগ করুন...
M. 9474743020

Behag Overseas

Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৯ ❐ সংখ্যা ০৭ ❐ ০১ মে, ২০২৫ ❐ বৃহস্পতিবার

আতঙ্কের কাশ্মীর; ত্রস্ত হিন্দু সম্প্রদায়

সহোদর অথচ চিরশত্রু। মাতৃজঠর থেকে জন্ম নেওয়ার আগ থেকেই বিদ্বেষের শুরু। জন্মলগ্ন থেকেই সেই বিদ্বেষ শত্রুতায় পর্যবসিত। এ শত্রুতা অবস্থানগত! এ শত্রুতা ধর্মীয় বৈষম্যগত। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে যে ঘটনা অবলীলায় দেখা যায়, তা হল সংখ্যা গুরু দ্বারা সংখ্যা লঘু নিপীড়ন। ব্যতিক্রমী ঘটনা ঘটল সাম্প্রতিক সময়ে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদে। সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের দ্বারা সংখ্যাগুরু হিন্দু সম্প্রদায় নিপীড়িত হয়েছে। শুধু তাই নয়, প্রাণ রক্ষার তাগিদে ভিটে- মাটি ছেড়ে অন্য জেলায় এবং পাশের রাজ্যের শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। এঘটনা কখনই কাঙ্খিত নয়। মুর্শিদাবাদে হিন্দু নিপীড়নের কিছু দিনের মধ্যেই আরও একটি ভয়ঙ্কর নিন্দনীয় ঘটনা ঘটে গেল কাশ্মীরের পহেলগাঁও-এর বৈসরণ উপত্যকায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথায়- নাম পরিচয় জিজ্ঞাসা করে বেছে বেছে হিন্দুদের নির্বিচারে গুলি করে মারল জঙ্গি গোষ্ঠী লস্কর-ই-তৈয়বার ছায়া সংগঠন 'দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট'-এর সদস্য জঙ্গিরা। 'বেছে বেছে হিন্দুদের মারা হল'— এটাই বড় মর্মান্তিক। এতদিন ধরে জানা যেত— জঙ্গি সংগঠন হত্যালীলা চালাত শুধুমাত্র নিজেদের ক্ষমতা জাহির করার জন্য। সেক্ষেত্রে কোন ধর্মীয় বাছবিচার থাকত না। তাহলে এক্ষেত্রে এমন হল কেন? এর নেপথ্যে কি বর্তমান সময়ের 'সংশোধিত ওয়াকফ বিল'? অবশ্যই বিতর্কিত প্রশ্ন। অবশ্য অনেকেই এর মধ্যে ওয়াকফের ছায়া দেখতে পাচ্ছেন। ওয়াকফের সম্পত্তিতে হাত দিলে যে ভবিষ্যতে আরও বড় মাশুল দিতে হতে পারে ভারতবর্ষকে— এই ঘটনা হতে পারে তারই ইঙ্গিতবাহী। তবে সবকিছুর মধ্যে ব্যতিক্রম থাকেই। সন্ত্রাসবাদের বিরোধিতা করে সাম্যের পথে হাঁটতে গিয়ে প্রাণ হারাল টাট্টুওয়ালা আদিল শাহ্। শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ কেউই এই ঘটনা চায় না। তারা চায় ধর্মীয় বেড়াজালের উর্দ্ধে উঠে সন্ত্রাসবাদের ধ্বংস এবং মানবতার প্রতিষ্ঠা। এই কাজে সহযোগিতা করবে কি সহোদর পাকিস্তান? জানে ভবিতব্য।

সবার উপরে মানুষ সত্য : প্রসঙ্গ মানবাধিকার

দেবাশিস রায়চৌধুরী

গত সপ্তাহের পর...

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়া কয়েকটি রাষ্ট্র মানবাধিকার সনদের ১ নং ধারা নিজেদের দেশের সংবিধান অথবা আইনের অন্তর্ভুক্ত করেছে, কিন্তু সংবিধান অথবা আইনে অন্তর্ভুক্ত করার পরও আইনটি উপেক্ষা করে কীভাবে ওই দেশগুলোতে ১ নং ধারার 'সমতার অধিকার' লঙ্ঘন করা হয়েছে সেই আলোচনা চলছে। যুক্তরাজ্য বা ব্রিটেনের পর এবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মানবাধিকার নিয়ে কতটা কাজ করছে দেখা যাক।

দাসপ্রথার দীর্ঘ ইতিহাস, এরপর জিম ক্রো পৃথকীকরণ আইন, আধুনিক জাতিগত প্রোফাইলিং এবং বর্তমান প্রেক্ষাপটে জর্জ ফ্লয়েডের হত্যাকাণ্ড (২০২০), কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানদের বিরুদ্ধে চলমান পুলিশি বর্বরতার ঘটনা প্রকাশ্যে নিয়ে এসেছে। কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানরা রাষ্ট্রের বর্ণবিদ্বেষী মনোভাবের কারণে মিথ্যা মামলায়, বৈষম্যের শিকার হয়ে, কারাগারে বন্দী রয়েছে। একটি তথ্য অনুযায়ী, কৃষ্ণাঙ্গরা জনসংখ্যার ১৩% প্রতিনিধিত্ব করে কিন্তু কারাগারে জনসংখ্যার প্রায় ৪০% কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ বন্দীজীবন যাপন করছে।

২০১৮ সালে ট্রাম্প প্রশাসনের "জিরো টলারেন্স" নীতির অধীনে মার্কিন- মেক্সিকো সীমান্তে আটক অভিবাসন প্রার্থীদের শিশুদের বাবা-মা'র কাছ থেকে জোরপূর্বক আলাদা করা হয়। প্রায় ৫,৫০০ শিশুকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল (সূত্র: U.S. Government Accountability Office, 2021)। এছাড়াও ২০১৭ সালে, প্রশাসনিক স্তরে রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প ইরান, সোমালিয়া, ইয়েমেন সহ মুসলিম-অধ্যুষিত ৬টি মুসলিম-প্রধান দেশের লোকদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে একটি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেন এবং শরণার্থীদের জন্য দরজা বন্ধ করে দেন,যা "মুসলিম ব্যান" নামে পরিচিত। একাধিকবার সাময়িকভাবে বাধা দেওয়ার পর, মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট জুন মাসে ভয়াবহ নিষেধাজ্ঞা বাতিল করে। এটি মূলত 'জাতীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা'র ছদ্মবেশে বৈষম্যের একটি লাইসেন্স। (সূত্র : Amnesty International UK)

ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল (২০১৮) এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (২০২০) থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহার করেছিল। ২০২৫-এ ট্রাম্প ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন করার পর ওই ধরনের যে কোনও পদক্ষেপ মানবাধিকার সুরক্ষার বৈশ্বিক প্রচেষ্টাকে দুর্বল করতে পারে।

বর্তমান বিশ্বে বৃহৎ শক্তি হিসাবে ফ্রান্স পরিচিত। ফ্রান্সে কীভাবে মানবাধিকার সনদের 'সমতার অধিকার' লঙ্ঘিত হচ্ছে, বিভিন্ন সংবাদ সূত্র থেকে তা প্রকাশ্যে আসছে।

২০০৪ সালে হিজাব নিষিদ্ধকরণ আইন এবং ২০১০ সালে জনসমক্ষে বুরখা/নিকাবের উপর নিষেধাজ্ঞা এবং

চলবে...

পর্যালোচনা

চিঠি যখন সাহিত্য

অজয় মজুমদার

বর্তমান ডিজিটাল যুগে চিঠি বা পত্রের গুরুত্ব কমে যাচ্ছে। কারণ ইমেল, মেসেজ এবং অন্যান্য অনলাইন যোগাযোগ মাধ্যম এখন খুব সহজেই ব্যবহার করা হয়। চিঠির গুরুত্ব ইতিহাসের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চিঠি ছিল উল্লেখযোগ্য সম্পদ। বাংলা সাহিত্যে তৈরি হয়েছে একের পর এক পত্র সাহিত্য। আজ চিঠি নামক যোগাযোগ ব্যবস্থা-র প্রাণ ভোমর কেড়ে নিয়েছে সোশ্যাল সাইডের সহজলভ্যতা ও জনপ্রিয়তা।

সেই সময় দাঁড়িয়ে "চিঠি পত্রে স্বামীজি" বইটি লিখেছেন মাননীয় কেশব চন্দ্র দত্ত মহাশয়। তাঁর লেখার সাবলীলতা এবং তথ্য বিশ্লেষণের ধারা পাঠক হিসাবে আমাকে তো মুগ্ধ করেছেই, যারা এই বই পড়বেন তারা সবাই অল্পবিস্তর মুগ্ধ হবেন। এটা আশা করা যায়ই। স্বামীজীর লেখা ৫৭৭টি চিঠিপত্র এযাবৎ কাল প্রকাশিত হয়েছে। চিঠিপত্র গুলি বিশ্লেষণ করে ৩৪টি বিষয়কে তিনি সাজিয়েছেন। যে গুলিকে তিনি অধ্যায়ের নাম দিতেই পারতেন। এখানে লেখকের চিন্তা ভাবনায় একটা মৌলিক বিকাশ প্রকাশ পেয়েছে। বিবেকানন্দের চিঠিপত্রে উঠে এসেছে উনবিংশ শতকের শেষ ভাগের সময়কাল। ১১৯২ থেকে ১৭৫৭ সময়ের শাসকের আগ্রাসন ও পীড়নে ভারতবর্ষ হয়েছিল জর্জরিত। স্বামীজি সব থেকে বেশি চিঠি লেখেন বেলুড় মঠ থেকে। সংখ্যা ছিল ৪৪ টি। তাঁর চিঠিপত্র বিশ্লেষণের মধ্যে পাওয়া যায় প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সামাজিক পরিসর। স্বামীজির দৃষ্টিতে ভারত এখন বেঁচে আছে নিঃস্বার্থ প্রেমের মধ্যে দিয়ে। কুসংস্কার ও সংকীর্ণতাকে বাদ দিলে ঘৃণার শক্তির চেয়ে প্রেমের শক্তি অসীম। মাতৃভূমিকে পুনরুদ্ধার করতে, তিনি সবসময় ব্যস্ত ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন ভারতবর্ষে শিক্ষিত মানুষের অভাব নেই। অভাব মহৎ ব্যক্তির মহত্বের। সেই জায়গাটি জাগিয়ে তুলতে পারলে ভারতবর্ষ জেগে উঠবে যার গতিরোধ করার ক্ষমতা পৃথিবীর কোন শক্তির নেই।

১৮৯৮ সালে স্বামী বিবেকানন্দ কাশ্মীর ভ্রমণ করেছিলেন। সেই ভ্রমণের তিনটি গল্প ও তার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন অরণ্যমল রায়না। স্বামী নারায়ন দাস ছিলেন কাশ্মীরি পণ্ডিতদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি, যিনি ইংরেজি বলতেন ও লিখতেন। পাশ্চাত্য পোশাক পরতেন এবং সাইকেল চালাতেন। স্বামীজীর চিঠিতে উঠে এসেছে জাপানিদের মধ্যে অহংকার কম। জাপানের মানুষ সহজ বিশ্বাসী ও তারা সব বিষয়কে এতটাই ভালবাসে যে, শিশুরা খেলার পুতুলটাও ভাঙ্গে না।

বিবেকানন্দ পৌঁছালেন আমেরিকা। প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী মানুষজনকে পৌঁছাতে হবে সর্বশক্তিমান একক ঈশ্বরের কাছে। স্রষ্টার কাছে সৃষ্টির কোন ভেদ নাই। মানুষই ভেদ সৃষ্টি করে। শিকাগো ধর্ম সম্মেলনে ১১ই সেপ্টেম্বরের বক্তৃতা ছিল একটা চ্যালেঞ্জ বিশেষ। বিবেকানন্দ শুরু করলেন "সিস্টার এন্ড ব্রাদার্স অফ আমেরিকা ".... তারপর সবতো ইতিহাস। সেদিন ধর্ম সম্মেলনে সারা পৃথিবীর মানুষ ভারতবাসীদের ধর্মীয় সহনশীলতার চিন্তা বিশ্বের সামনে উন্মোচিত করে। বিবেকানন্দ পরিব্রাজক হিসাবে ভারতের কোণায় কোণায় কাটিয়ে দেশ সম্পর্কে চমক এক ধারণা তৈরি হয়। স্বামীজীর মতে, প্রাচ্যে নারীত্বের ধারণা মাতৃত্বের ওপর বেশি জোর দেয়, যেখানে পাশ্চাত্যে নারীত্বের ধারণা ফ্রী স্ত্রী রূপের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তিনি মনে করতেন, ভারতীয় সমাজে মা-ই গৃহের প্রধান, কিন্তু পাশ্চাত্যে স্ত্রী-ই প্রধান। স্বামীজির মতে জনগণকে শিক্ষিত করা এবং তাদেরকে উন্নত করা হলো জাতীয় জীবন গঠনের কৌশল। ধীরে ধীরে শিক্ষাকে পৌঁছাতে হবে চাষির লাঙলের কাছে। স্বামীজি বলতেন, ধর্ম হলো মানুষকে পশু থেকে মানুষে এবং তারপর মানুষ থেকে দেবতায় রূপান্তরিত করা। এক কথায়, প্রত্যেকের অন্তরে যে দেবত্ব (ঐশ্বরীয় সত্ত্বা) আছে, তার পুণ্য বিকাশই ধর্ম।

মাননীয় কেশব চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের গবেষণাধর্মী গ্রন্থ "চিঠি পত্রে স্বামীজি" মানুষকে নতুন করে সৎ চর্চায় ও জ্ঞান উন্মেষের পথে নিয়ে যাবে বলে মনে করি। মাত্র ৩৯ বছর বয়সে বয়সে স্বামীজির অকাল মৃত্যু ভারতবর্ষকে অনাথ করে দিল। অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস মেলিটাস স্বামীজীর মৃত্যুর কারণ। লেখক আরও লিখুন, মানুষকে সৎ সুস্থ চিন্তার আলোকে আনুন। আজ সৎ ও নিষ্ঠবান নাগরিকের বড় অভাব। দেশের মূল চালিকাশক্তি হল সততা এবং প্রকৃত শিক্ষা।

গ্রন্থ— চিঠিপত্রে স্বামীজি
লেখক- কেশবচন্দ্র দত্ত
প্রকাশক- সেন ব্রাদার্স, ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন,
কলকতা-৭০০ ০০১
প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারী- ২০২৫

উপন্যাস

বেঙ্গালুরু উবাচ ১

পীযূষ হালদার

গত সপ্তাহের পর...

এগারো

আমার জামাইবাবু কেমন মানুষ! প্রশ্নটা নিজের থেকেই মনের মধ্যে এসে গেল। ভদ্র- অভদ্র, সরল না সুযোগ সন্ধানী, ক্ষতিকারক না উপকারী। এতগুলো কথা মনের মধ্যে এসে জড়ো হয়েছে। সেদিন বেগুন গাছের সার দিয়ে আসার পরে রাতের বেলা দিদি আর জামাইবাবু ফিসফিস করে কথা বলছিল। বড়দের কথায় কান দেওয়াটা উচিত নয়। কিন্তু কথা তো বাতাসে ভেসে আসা শব্দের ধাক্কা। এক জায়গায় শুনতে পেলাম দিদি জামাইবাবুকে বলছিলেন, " তাহলে তুমি গণি চাচাকে বলছো না কেন ! "

দিদির কথার পরিপ্রেক্ষিতে উত্তরে জামাইবাবুকে বলতে শুনলাম, " আমি বলার সুযোগটা পেলাম কোথায়। আজই তো বিষয়টা জানতে পেলাম বিমল বাবু জমিটা কিনছে। অথচ ওই জমি দেখিয়ে গণি চাচা বিগত দু'বছরে বেশ কয়েকবার আমার কাছ থেকে অনেকগুলো টাকা নিয়েছে। এখন যদি ওই জমি বিমল বাবুর কাছে বিক্রি করে, তাহলে তো আমার টাকাটা শোধ করতেই পারবে না। ওই মাঠে যা জমির দাম, ওই বারো কাটা জমির যে দাম হয়, প্রায় সেই টাকার অংক সুদে আসলে ওর কাছে আমার পাওনা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি কী করব! গরিব মানুষ, উপকার করতে বলেছিল তাই টাকা ধার দিয়েছিলাম। সে টাকাটাও যদি মার যায় তাহলে তো আমার অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে!"

দিদি জামাইবাবুর কথাগুলো ভালো করে শুনে বলল, "মার যাবে কেন! তুমি কালকে সকালেই গণি চাচাকে বাড়িতে ডাকো। বিমল বাবুর কাছে যা যা শুনেছো সবটাই বল। তারপরে ও কী বলে সেটা শোনো।"

দিদি জামাইবাবুর এসব কথা শুনে আমার মনে হল, জামাইবাবু যে দু' তিন বিঘা জমি করেছে এই ভাবেই। এ রীতি আমাদের গ্রামবাংলায় তখন বহুল প্রচলিত ব্যাপার। এ ব্যাপার নিয়ে শুনেছি কমিউনিস্টদের সাথে গ্রামের জমিদারদের লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে। কী যেন! নকশাল আন্দোলনই বোধহয়।

বড় হয়ে অনেক কিছু দেখেছি— 'এ যেন কচি পাতার আড়ালে ঝরা পাতার কান্না। মানুষের বিগলিত আঁখিতে শ্রাবণের ধারার কান্না। শিশিরে ঝরে পড়া শিউলির কান্না। সেই কান্নার আওয়াজ আমি শুনতে পাচ্ছি। তোমরা কেউ কী শুনতে পাচ্ছ ঝরা পাতার মর্মর শব্দে ভাঙনের সুর! । এ যেন আমাদের যুবক বয়সের ফ্রাঙ্কেস্টাইনের সম্মুখীন হওয়া। কত অন্যায়, কত অত্যাচার, কত রক্ত! এই বাংলার মাটি সিক্ত হয়েছিল শোণিত ধারার লোহিতরঞ্জকে! সেই ভাঙ্গনের সুর এখনও থামেনি। ভেঙেই চলেছে ভেঙেই চলেছে মানুষের ঐক্য। সাধারণ মানুষ জোটবদ্ধ হয়ে তৈরি করেছে ব্যাঙ্গালোরের এই জনারণ্য। এই জনারণ্যেও মিশে আছে ক্ষমতাবান ও অক্ষম মানুষের দল। বিভেদ এখানেও আছে।

পৃথিবীজুড়ে এখনও যুদ্ধ আছে। কিছু দুঃখ আছে যা সাগরের মতো প্রাণবন্ত। দেওয়ালে পেরেক পোঁতার

চলবে...

বেতন বৃদ্ধির দাবিতে সাংসদ মমতার দ্বারস্থ পার্শ্বশিক্ষকগণ

নীরেশ ভৌমিক ঃ বেতন কাঠামো তৈরী করে বেতন বৃদ্ধির দাবিতে দীর্ঘদিন যাবৎ আবেদন-নিবেদন এবং সেই সঙ্গে দাবিও জানিয়ে আসছে পশ্চিমবঙ্গ পার্শ্বশিক্ষক সমিতি। গড়ে তুলেছে আন্দোলনও। সম্প্রতি বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেস পার্শ্বশিক্ষক সমিতি তাঁদের

সম্মেলনে উপস্থিত দলনেতা তথা দলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি ও প্রাক্তন বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাসের নিকট বেতন কাঠামো তৈরী করে তাঁদের মাসিক বেতন বৃদ্ধির দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি পেশ করেন। অতঃপর গত ২৭ এপ্রিল সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজ্যের পার্শ্বশিক্ষকদের চরম দুর্দশা এবং বেতন বৈষম্যর কারণে আর্থিক দুরবস্থার কথা রাজ্য সভার সাংসদ ও অল ইণ্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের সংঘাধিপতি মমতা বালা ঠাকুরের নিকট তুলে ধরেন। স্মারকলিপিতে বেতন বঞ্চনার কারণে তাঁদের আর্থিক অনটন দূর করার জন্য বেতন কাঠামো তৈরী করে বেতন বৃদ্ধির দাবি জানানো হয়। এদিনের স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচীতে সংগঠনের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন সংগঠনের সভাপতি নাজিমুদ্দিন মণ্ডল, সহ-সভাপতি নিলয় দাস, সাধারণ সম্পাদক শুভঙ্কর মণ্ডল, রাজ্য নেতৃত্ব মলয় মণ্ডল, পঙ্কজ রায়, সুকুমার মণ্ডল, বিষ্ণুপদ বিশ্বাস, ভজহরি মণ্ডল, সমর ঘোষ, কল্পনা পাল প্রমুখ। নেতৃবৃন্দ জানান, পার্শ্বশিক্ষক সমিতি মমতা ব্যানার্জীর সঙ্গেই ছিলেন এবং আগামী দিনেও থাকবেন।

সাংসদ মমতা ঠাকুর তাঁর বাড়িতে আসা পার্শ্বশিক্ষক সংগঠনের নেতাদের কথা মনযোগ সহকারে শোনেন এবং জননেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্যারাটিচারদের বেতন বৈষম্যের বিষয়টি জানাবেন বলে আশ্বস্ত করেন। পার্শ্বশিক্ষকরা যাতে সম্মানজনক বেতন পান, তার চেষ্টা করবেন। সংগঠনের অন্যতম নেতৃত্ব ও শিক্ষক নেতা শুভঙ্কর মণ্ডল বলেন, আমরা আশা করছি মা-মাটি-মানুষের সরকার এবারে আমাদের দাবী পূরণ করবে এবং প্যারাটিচারদের বেতন বৈষম্য দূর হবে।

পহেলগাঁওয়ের নৃশংস হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে বারাসাতে সাংবাদিকদের মৌন মিছিল

নীরেশ ভৌমিক ঃ দেশের ভূস্বর্গ কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ের বৈসরন উপত্যাকায় গত

২২ এপ্রিল পাকিস্থানি সন্ত্রাসবাদীদের গুলিতে নির্মম ভাবে নিহত পর্যটকদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে চলছে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠান। জঙ্গী বাহিনীর এই বর্বরোচিত হত্যাকান্ডের প্রতিবাদ ও নিহত শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে জেলা সদর বারাসাতে সাংবাদিকগণও পথে নামে। গত ২৭ এপ্রিল অপরাহ্নে বারাসাত প্রেস ক্লাবের সদস্যগণ এক মৌন মিছিলের আয়োজন করেন। শোক মিছিলে ক্লাবের সদস্যগণ ফ্লেক্স ফেস্টুন নিয়ে বারাসাত শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করেন। মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন সংগঠনের সভাপতি ধৃতরাস্ট্র দত্ত, সম্পাদক প্রদীপ্ত মুখোপাধ্যায়, অন্যতম সংগঠক অনন্ত চক্রবর্তী, মাফজুল হোসেন প্রমুখ। নিহত পর্যটকদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানাতে বারাসাত প্রেস ক্লাবের সদস্য সাংবাদিকগণের এই মহতী কর্মসূচীকে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষজন সাধুবাদ জানান।

সিটু'র মে দিবস উদ্‌যাপন

সংবাদদাতা ঃ অন্যান্য বছরের মতো এবারও সিপিআইএম এর গণসংগঠন

সিআইটিইউ'র চাঁদপাড়া শাখার উদ্যোগে ১মে আন্তর্জাতিক মে দিবস পালন করা হয়।

এদিন সকালে চাঁদপাড়া রেল স্টেশন সংলগ্ন সিটু'র কার্যালয় অঙ্গনে রক্ত পতাকা উত্তোলন করে আয়োজিত ঐতিহাসিক মে দিসব উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।

উপস্থিত প্রবীন সিপিএম নেতা কপিল ঘোষ অসহায় দরিদ্র শ্রমিকদের জন্য বিভিন্ন দাবি দাওয়া তুলে ধরেন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশ্যে। স্লোগান তোলেন দলের যুব নেতৃত্ব ময়ুখ মণ্ডল, তপন দে প্রমুখ।

অক্ষয় তৃতীয়ায় ধর্মীয় অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিগত বছরগুলির মতো এবারও অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্যদিনে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আয়োজন করেন ধর্মপ্রাণ কিশোর বিশ্বাস। চাঁদপাড়ার দেবীপুরের বসতবাড়ি সংলগ্ন মন্দিরে সকাল থেকে পুজো পাঠ শুরু হয়। মধ্যাহ্নে নাম যজ্ঞানুষ্ঠানে এলেকার বহু ভক্তজনের সমাগম ঘটে। মন্দির প্রাঙ্গনে সমবেত ধর্মপ্রাণ মানুষজন নামগানে অংশ নেন। আগত সকল মানুষজনের জন্য ছিল মহা প্রসাদ ও ভোগের আয়োজন।

কথা প্রসঙ্গের ২৫তম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস

সংবাদাতা ঃ নববর্ষের সূচনায় নাটকের শহর গোবরডাঙার অন্যতম নাট্যদল কথা প্রসঙ্গের রজত জয়ন্তী বর্ষে পদার্পন উপলক্ষে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে কথা প্রসঙ্গ কর্তৃপক্ষ।

গত ২ বৈশাখ সন্ধ্যায় স্থানীয় শিল্পায়ন স্টুডিও থিয়েটারে অনুষ্ঠিত সংস্থার রজত জয়ন্তী বর্ষের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন নাট্যদলের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত হন। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার সদস্য ও কচি-কাঁচা শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকগণও উপস্থিত ছিলেন।

কথাপ্রসঙ্গের কর্নধার বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব বিকাশ বিশ্বাস আগত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। বিভিন্ন নাট্যদলের কর্মকর্তাগণ ফুল মালা পুষ্প স্তবক ও নানা উপহারে নাট্য পরিচালক বিকাশ বাবুকে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। বিভিন্ন নাট্যদল ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার সদস্যগণ সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি ও নাটিকা পরিবেশন করে।

ছোটদের সংগীত, নৃত্য ও সমবেত আবৃত্তির অনুষ্ঠান এদিনের 'আনন্দ আমার' শীর্ষক অনুষ্ঠানকে বেশ প্রানবন্ত করে তোলে। উপস্থিত বিশিষ্ট জনেরা তাঁদের বক্তব্যে কথাপ্রসঙ্গ নাট্যদলের রজত জয়ন্তী বর্ষের সমস্ত কর্মসূচীর সাফল্য কামনা করে। নানা অনুষ্ঠান ও আপ্যায়নে এবং বহু সংস্কৃতি প্রেমী মানুষজনের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি ও অংশগ্রহনে কথা প্রসঙ্গের রজত জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত সমগ্র অনুষ্ঠান সার্থকতা লাভ করে।

ছবি ঃ নীরেশ ভৌমিক

গাইঘাটা ব্লকে অনুষ্ঠিত হল নমঃশূদ্র লোক সংস্কৃতি সম্মেলন ও উৎসব

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ২৫ এপ্রিল গাইঘাটা ব্লকে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল নমঃশূদ্র লোক সংস্কৃতি উৎসব। এদিন মধ্যাহ্নে ব্লকের নব নির্মিত কৃষ্টি মুক্ত মঞ্চে মঙ্গলদ্বীপ প্রজ্জ্বোলন করে আয়োজিত উৎসবের সূচনা করেন পশ্চিমবঙ্গ নমঃশূদ্র ওয়েলফেয়ার বোর্ডের চেয়্যারম্যান মুকুল চন্দ্র বৈরাগ্য। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলেই উঠে দাঁড়িয়ে বাংলার বায়ু, বাংলার জল .... রাজ্য সংগীতে গলা মেলান। সেই সঙ্গে মঞ্চে রাখা স্বাধীন ভারতের সংবিধান প্রণেতা ড. বি. আর. আম্বেদকর, যোগেন্দ্র নাথ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে ফুল-মালা অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান উপস্থিত সকলে। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন সুজয় মণ্ডল ও সোমা মালাকার। হরিবন্দনা শেষে নমঃশূদ্র কর্ণধার ভজহরি রায়, মিঠুন রায়, পিনাকী বিশ্বাস, বিবেক ঢালী, মতুয়া ভক্ত নরোত্তম বিশ্বাস, বিশ্বজিৎ দাস, ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি অজয় দত্ত, কর্মাধ্যক্ষ নিরুপম রায়, মধুসূদন সিংহ এবং গোবরডাঙ্গার পৌরপ্রধান শংকর দত্ত সহ আরোও অনেকে। উলুধ্বনি ও কাঁসর ঘন্টা ও ডঙ্কা নিনাদে সকলকে শুভেচ্ছা জানান, সম্মেলনে আগত নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মহিলারা।

গাইঘাটার বিডিও নীলাদ্রী সরকার ও অন্যতম উদ্যোক্তা সুভাষ রায় সমবেত সকলকে স্বাগত জানান। সদস্যগণ সকল বিশিষ্টজনদের পুস্পস্তবক, উত্তরীয় (গামছা) ও স্মারক উপহারে বরণ করে নেন। স্বাগত ভাষণে বিডিও নীলাদ্রীবাবু বলেন, এই সম্মেলন ও উৎসবের উদ্দেশ্য হল নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষজনের

জাগরণী পাঠ করে শোনান বিশিষ্ট শিক্ষক ও সাহিত্যিক ড. আশিস কান্তি হীরা।

গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাক্‌চির পৌরহিত্যে অনুষ্ঠিত এদিনের সম্মেলনে অন্যান্য বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ মতুয়া মাতা মমতা বালা ঠাকুর, জেলা পরিষদ সদস্য অভিজিৎ বিশ্বাস, শিপ্রা বিশ্বাস, চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপক দাস, অধ্যক্ষ ড. স্বপন সরকার, সংগঠনের অন্যতম সংস্কৃতি তুলে ধরা। অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁদের বক্তব্যে বলেন, পিছিয়ে পড়া সমাজের মানুষের কল্যাণে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর ঐকান্তিক ইচ্ছায় সারা রাজ্য জুড়ে লোক সংস্কৃতি উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মমতা ঠাকুর, বিশ্বজিৎ দাস, শংকর দত্ত প্রমুখ বিশিষ্টজন মতুয়া ও নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষজনকে মুখ্যমন্ত্রীর পাশে থাকার আহ্বান জানান। পরিশেষে নমঃশূদ্র ওয়েলফেয়ার বোর্ডের চেয়ারম্যান মুকুলবাবু বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর আগ্রহে সারা রাজ্য জুড়েই মতুয়া ও নমঃশূদ্রদের কল্যানে কাজ চলছে। আগামীতে নমঃশূদ্র ওয়েলফেয়ার বোর্ডের উদ্যোগে এই গাইঘাটা ব্লকেই বড় করে সাংস্কৃতিক সম্মেলন ও উৎসবের আযোজন করা হবে। সবশেষে পরিবেশিত মনোজ্ঞ সংগীতানুষ্ঠান ও সুভাষ রায় রচিত ও নির্দেশিত নাটিকা 'আলোর ঠাকুর গুরুচাঁদ' সমবেত দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রশংসা লাভ করে। নানা অনুষ্ঠান ও বহু বিশিষ্টজনের সমাগমে এদিনের অনুষ্ঠান নমঃশূদ্র লোক-সংস্কৃতি উৎসব বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

শান্তনুর বাড়ি আক্রমণ করবেন মতুয়ারা

প্রথমপাতার পর...

আমি দেখব ক্ষমতা আছে। আমি বলব আমাদের গাইঘাটা তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের, ওরা যদি অবৈধভাবে থানার সামনে আসে, ওদের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব গাইঘাটার কর্মীদের।

শান্তনু ঠাকুরের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। তৃণমূল নেতা নেত্রীদের বক্তব্যের বিষয়ে বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি দেবদাস মন্ডল বলেন, মতুয়ারা তৃণমূল ও মমতা ঠাকুর কারো সঙ্গে নেই। ফাঁকা আওয়াজ দিচ্ছে। বিশ্বজিৎ দাস লোকসভা ভোটে শান্তনু ঠাকুর এর কাছে গো হারা হেরেছেন। ওনার সঙ্গে দলের কর্মী সমর্থকরাও নেই। তারা ওনার কথা শোনেন না। এসব কথা বলতে হয় তাই বলছে।

চাঁদপাড়ার প্রাক্তণ প্রধান হরেনবাবুর জীবনাবসান

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ২৮ এপ্রিল রাতে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে প্রয়াত হন চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তণ প্রধান হরেন্দ্রনাথ মণ্ডল (৭৫)। বামপন্থী আদর্শে বিশ্বাসী অবসর প্রাপ্ত সরকারি কর্ম হরেনবাবু সবসময় বিভিন্ন সামাজিক কাজে নিজেকে যুক্ত রাখতেন। চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য শতদল দেব জানান, হরেনবাবু সমবায় আন্দোলন, চাঁদপাড়া ও ঢাকুরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতির সদস্য হিসেবে থেকে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারসহ সমাজ সেবা মূলক নানা কাজে সর্বদাই নিজেকে যুক্ত রাখতেন।

২১তম বর্ষ স্কুল ভিত্তিক শিশু কিশোর নাট্য কর্মশালা
আয়োজনে : রবীন্দ্র নাট্য সংস্থা গোবরডাঙ্গা
১লা মে থেকে ১১ই মে ২০২৫
স্থান : গোবরডাঙ্গা শ্রীচৈতন্য উচ্চ বিদ্যালয় (উপড়ে/দ্বিতল)।
কোনো প্রবেশ মূল্য নেই
প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে।
যোগাযোগ :
9732862517/9143068438

চাঁদপাড়ায় জাতীয় কংগ্রেস কার্যালয়ের উদ্বোধন

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ২৮ এপ্রিল অপরাহ্নে আয়োজিত মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে দলীয় পতাকা উত্তোলন করে গাইঘাটা ব্লকের চাঁদপাড়া বাজারে জাতীয় কংগ্রেসের বনগাঁ দক্ষিণ বিধানসভার নবনির্মিত দলীয় কার্যালয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন দলের উত্তর ২৪ পরগণা জেলা কমিটির সভাপতি অমিত মজুমদার। বন্দেমাতরম জাতীয় কংগ্রেসে জিন্দাবাদ ধ্বনিতে ভবন প্রাঙ্গনে মুখরিত হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠানে দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব তাতা ভট্টাচার্য, শান্তিময় চক্রবর্তী, ব্লকের প্রাক্তন সভাপতি বর্ষিয়ান অমলেন্দু রায়, বিগত লোকসভা নির্বাচনে বনগাঁ কেন্দ্রের দলীয় প্রার্থী ও দলনেতা প্রদীপ বিশ্বাস প্রমুখ। ব্লক সভাপতি অ্যাডভোকেট পার্থ প্রতিম রায় ও দলনেতা মনতোষ সাহা সকলকে স্বাগত জানান। প্রবীণ নেতৃত্ব অমলেন্দু রায় ও শান্তিময় চক্রবর্তী সহ উপস্থিত সকলে ফিতে কেটে নবনির্মিত সুসজ্জিত কক্ষ 'ইন্দিরা ভবনে' প্রবেশ করেন। প্রবীণ দলনেতা কৃষ্ণপদ চক্রবর্তী আগত সকলকে প্রস্ফুটিত লাল

গোলাপে শুভেচ্ছা জানান। উপস্থিত দলীয় নেতা কর্মীদের সামনে বক্তব্য রাখেন, জেলা সভাপতি অমিত মজুমদার, রাজ্য নেতা তাতা ভট্টাচার্য, শান্তিময় চক্রবর্তী, অমলেন্দু রায়, যুব নেতৃত্ব শুভজিৎ সিংহ ও বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনের দলীয় প্রার্থী অংশুমিতা পাল। জেলা সভাপতি অমিত বাবু বলেন, বনগাঁ দক্ষিণ বিধান সভা কেন্দ্রের চাঁদপাড়া বাজারে পুরনো কার্যালয়ের দ্বিতলে নবনির্মিত এই ইন্দিরাঙ্গন ব্লকের সকল দলীয় নেতা-কর্মীদের অনুপ্রেরনা যোগাবে। গাইঘাটা ও বনগাঁ দক্ষিণে দল ফের শক্তিশালী হয়ে উঠবে। নেতৃবৃন্দ আরোও বলেন, গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় সাধারন মানুষের বাড়ি যেতে হবে। চাঁদা সংগ্রহ করে ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়াল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির মাধ্যমে অসহায় দরিদ্র মানুষজনের সেবা করতে হবে। জনসংযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করে ছাত্র যুব ও মহিলাদের সংগঠন মজবুত করে তুলতে হবে। দলনেতা সালাউদ্দিন, বীরেশ ভৌমিক, বিপুল সাহা প্রমুখের প্রয়াসে চাঁদপাড়ায় জাতীয় কংগ্রেসের নতুন ভবন উদ্বোধন অনুষ্ঠান এলেকার বেশ সাড়া ফেলে।

সেবার সাহিত্য সভায় কবি সম্মেলন ও গুণীজন সংবর্ধনা

নীরেশ ভৌমিক ঃ জন্ম মাসে কবি সাহিত্যিক ও সাংবাদিক শরৎ চন্দ্র পন্ডিতের (দাদা ঠাকুর) প্রতিকৃতিতে ফুল-মালা অর্পন এর মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্য দিয়ে গত ২৬ এপ্রিল অপরাহ্নে

গোবরডাঙা সেবা ফার্মার্স সমিতি আয়োজিত ৬৫ তম সাহিত্য সভায় উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করে স্কুল ছাত্র রাজদীপ মণ্ডল।

বর্ষিয়ান কবি ও সাহিত্যিক ঋতুপর্ন বিশ্বাসের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সভার শুরুতে সমিতির সভাপতি হিমাদ্রী গোমস্তা উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে সেবা সমিতির বিভিন্ন জন কল্যাণকর কর্মকাণ্ডের খতিয়ান তুলে ধরে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। দাদা ঠাকুর শরৎ চন্দ্র পণ্ডিতের জীবন ও কর্মের উপর মনোজ্ঞ বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট কবি ও শিক্ষক স্বপন কুমার বালা। কবিতা আবৃত্তি করে শোনায় শিশু শিল্পী আহেলী সরকার, মৌলি বিশ্বাস, দিশা বিশ্বাস ও মানালিনা বিশ্বাস, সংগীত ও নৃত্য পরিবেশন করে যথাক্রমে অজন্তা আঢ্য ও শিশু শিল্পী সমৃদ্ধা সানা, জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা কবি ও সাহিত্যিকগণ স্বরচিত কবিতা ও অনুগল্প পাঠ করেন।

এদিনের কবি সম্মেলন ও গুনীজন সংবর্ধনার অনুষ্ঠানে বর্ষিয়ান কবি ও সাহিত্যিক বনগাঁর গোপালনগরের বাসিন্দা শিক্ষক নিমাই মণ্ডলকে পুষ্পস্তবক, উত্তরীয়, মানপত্র এবং স্মারক সহ নানা উপহারে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। উপহার সামগ্রী তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান, সমিতির সভাপতি হিমাদ্রী গোমস্তা, মানপত্র (সেবার) পাঠ করেন কর্মী দুলালী দাস। বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক বাসুদেব মুখোপাধ্যায়ের সুচারু সঞ্চলানায় এবং সমিতির ঠাকুরনগর শাখার সেবক সেবিকাগনের সহযোগিতায় সেবা ফার্মাস সমিতি আয়োজিত এদিনের সমবেত কবিগণের কবিতা পাঠ ও ছোটদের মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বেশ মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে।

পহেলগাঁও এর নিহত পর্যটকদের স্মরণে দিকে দিকে শোক মিছিল

নীরেশ ভৌমিক ঃ ভূ-স্বর্গ কাশ্মীরের পহেলগাঁওতে জঙ্গীর বর্বরোচিত আক্রমনের প্রতিবাদে শোকস্তব্ধ আপামর ভারতবাসী। নির্মমভাবে নিহত পর্যটকগরের স্মৃতিতে শোকাহত দেশবাসী দিকে দিকে মিছিল, শোকসভার মাধ্যমে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে চলেছেন। শহর গ্রাম সর্বত্রই মৌন মিছিল, মোমবাতি মিছিল, শোকসভা ইত্যাদির মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদীদের গুলিতে হত পর্যটকদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো চলছে দেশের শহর গ্রাম সর্বত্রই। গত ২৭ এপ্রিল অপরাহ্নে গাইঘাটা ব্লকের চাঁদপাড়া বাজারে শোক মিছিল করেন সিপি আই এম এর কর্মী সমর্থকগণ। সন্ধ্যায় ঢাকুরিয়া ফ্রেণ্ডস ক্লাব সহ গ্রামের বিভিন্ন ক্লাব, সংগঠনের সদস্য ও গ্রামবাসীগণের এক দীপ্ত মিছিল বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।

অক্ষয় তৃতীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**